অনলাইন সাময়িকী

# সাহিত্যে বৈচিত্র্য

অসীম পুলকে, সাহিত্য চলকে

## হেমন্ত সংখ্যা

## পাতাঝরার পদচিহ্নে

সাহিত্য বৈচিত্ত্য
অনলাইন সাময়িকী
অসীম পুলকে, সাহিত্য চলকে

## সম্পাদনা পরিষদ

*উপদেষ্টা ও মেন্টর*
মনসুর আহমদ চৌধুরী

*সম্পাদক*
হাসান ইব্রাহীম

*সহযোগী-সম্পাদক*
মোহাম্মদ মুহিব্বুল ইসলাম জুবায়ের

*প্রচ্ছদ*
জুবায়ের হাসান

*প্রকাশনায়*
বৈচিত্ত্য প্রকাশন

*আমাদের সাথে থাকুন...*
+8801540-101565
+8801755-867468
www.sahittabaicitta.com
sbaicittabd
sahityabaicittabd20
sahityabaicittabd20

# হেমন্ত সংখ্যা
# পাতাঝরার পদচিহ্নে

## নির্ঘণ্ট...


সম্পাদকীয়....................................................০২
একটি হেমন্তের বিকেল........................................০৩
হেমন্ত.............................................................০৪
হেমন্তের নেমন্তন্ন................................................০৫
শরৎরাণি..........................................................০৬
হেমন্তকাল........................................................০৬
হেমন্তগীত........................................................০৭
হেমন্ত.............................................................০৭
এক হেমন্তের কুয়াশাভেজা অসমাপ্ত প্রেম- একটি স্মৃতিকথা......০৮
হেমন্তের স্মৃতিচারণ............................................১০
হেমন্তের নরম রোদে পুরনো স্মৃতির আল্পনা.....................১১
আগন্তুক...........................................................১২
প্রাচীন বাংলার হেমন্তকথা ......................................১৪

হেমন্ত এলেই প্রকৃতি যেন নতুন করে শেখায় "বদলের সৌন্দর্য"। পাতারা ঝরে পড়ে, কিন্তু সেই পতনই পরবর্তী নবজন্মের ইঙ্গিত। মাটির বুকে শুকনো পাতার মচমচে শব্দে আমরা শুনতে পাই সময়ের সঞ্চার, আর অনুভব করি যে প্রতিটি অবক্ষয়ই নতুন নির্মাণের পূর্বশর্ত।

আজকের বাংলাদেশেও যেন তেমনই এক হেমন্তের সময়। চারদিকে অস্থিরতা, মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, অচল বাজারব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের নানামুখী সংকট, তরুণদের অনিশ্চয়তা, আর সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সংগ্রাম–সব মিলিয়ে দেশ যেন পাতাঝরার অন্তহীন দুপুরে দাঁড়িয়ে।
কিন্তু হেমন্ত আমাদের হতাশ করে না; সে শেখায় অন্ধকারের অন্তরেই আলো জন্মায়।

এই সময়ে সামনে এসেছে জাতীয় নির্বাচন–যা কেবল এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি জাতির ভবিষ্যত রূপরেখা ঠিক করার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নির্বাচন হোক শান্তির, নিরাপত্তার, ন্যায়ের, এবং মানুষের আশা-স্বপ্নের প্রতিফলন। এই ভোটে নির্ধারিত হোক–আমরা কেমন বাংলাদেশ চাই? কেমন অর্থনীতি, কেমন শিক্ষা-স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কেমন নাগরিক নিরাপত্তা, এবং কেমন মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে চাই?

নির্বাচনের মাধ্যমে যেন
– সততা প্রাধান্য পায়,
– প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর ফিরে পায় গুরুত্ব,
– তরুণরা ফিরে পায় স্বপ্নের আকাশ,
– আর সাধারণ মানুষ ফিরে পায় ন্যায্যতার নিশ্চয়তা।

কারণ প্রকৃত উন্নয়ন তখনই আসে, যখন ক্ষমতার মঞ্চে বসে থাকা মানুষগুলো দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সমান মর্যাদায় দেখতে শেখে।

হেমন্ত বলে–ঝরা পাতা বৃক্ষকে মরে যেতে শেখায় না; বরং মুক্ত হতে শেখায়।
আমাদের দেশও আজ একই শিক্ষা চাইছে–দুর্নীতি, বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা আর মিথ্যার বোঝা নামিয়ে রেখে একটি নতুন শুদ্ধতার পথে হাঁটার।

আমরা চাই–
যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়, তা যেন স্লোগানে আটকে না থাকে; বাস্তবে রূপ নিক।
যে স্বপ্নের আলো আমরা খুঁজি, তা যেন প্রতিটি ঘরে পৌঁছায়।
আর নির্বাচনের এই মুহূর্ত হয়ে উঠুক জাতির ভাগ্য বদলের প্রকৃত সোপান।

হেমন্তের পাতাঝরা পথ ধরে সামনে এগোতেই হবে–কারণ ঝরা পাতার ওপরে দিয়েই নবজীবনের বীজ জন্মায়। যেমন আমরা প্রত্যাশা করি, এই প্রাকৃতিক রূপান্তরের মতো–দেশও বদলাবে একদিন।
ঝরে পড়বে ঘুণে ধরা কাঠামো, নতুন করে উঠবে আশার বীজ। আর একদিন আমাদের ভোট, আমাদের সিদ্ধান্ত–এই দেশকে সত্যিই বদলে দেবে।

আমাদের এই সংখ্যার প্রতিটি গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা হেমন্তকে কেন্দ্র করে লেখা। পাতাঝরার শব্দে যেমন থাকে বিষাদের সুর, তেমনি থাকে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা। এ সংখ্যার লেখাগুলোতেও আছে স্মৃতির মায়া, আছে নরম হাহাকার, আছে অচেনা রোদে হৃদয়ের উষ্ণতা।

যারা তাঁদের অনুভব, স্মৃতি, আবেগ আর ভাবনার শীতল কুয়াশা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন–তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।
পাঠকদেরও আমন্ত্রণ–পাতাঝরা শব্দের ভেতর দিয়ে, কুয়াশার নরম চাদর পেরিয়ে, খুঁজে নিন নিজের ব্যক্তিগত হেমন্তকে।

এই সংখ্যাটি নির্ভুল করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল; তদুপরি কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবগত করবেন এবং ক্ষমা করবেন।

*-সম্পাদক*

## প্রবন্ধ

# একটি হেমন্তের বিকেল

-আহমেদ আরসলান

হেমন্তের বিকেলটা আজ অদ্ভুত শান্ত। সূর্যের কোমল আলো ধানক্ষেতের উপর পড়ে এক মায়াময় সোনালি আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। বাতাসে হালকা শীতের আভাস, তবুও কোথাও যেন আছে এক নরম উষ্ণতা, যেন বিদায়ের আগমনী সুর। দূরে কোথাও শুকনো পাতার মচমচ শব্দ, আর তার মাঝেই গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাঁটছি আমি। পথের দুইপাশে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত হাঁটতে ভালোই লাগছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, বিশাল এক বটবৃক্ষের নিচে কয়েকটি শিশু নিজেদের মতো করে ধুলোমাটি নিয়ে খেলছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, আমারও তো এমন একটা সময় ছিল।

একটা সময়, যখন জীবনে কোনো প্যারা ছিল না, ছিল না কোনো মিথ্যে, কোনো কৃত্রিমতা কিংবা যান্ত্রিকতা, সবকিছুই ছিল সরল, স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাকৃতিক।

এই শিশুরা এখনও মিথ্যে-ভরা পৃথিবীটার মুখোমুখি হয়নি।

তারা বেঁচে আছে সহজ-সরল জীবনের স্বাদে। তাদের চোখে-মুখে যেন এক নির্মল শান্তির ছাপ, একটা নিষ্পাপ সময়ের প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সরলতা কতদিন থাকবে?

কিছুদিন পরেই তো তারাও এই ভ্রান্তিময় জগতে প্রবেশ করবে।

কারও জীবন চলবে সততার আলোয়, আবার কেউ কেউ হয়তো মিশে যাবে এই অসত্যের ভিড়ে। তারাও হয়তো শিখে নেবে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয় এই কৃত্রিম সমাজে। একসময় এই বন্ধুরাও হারিয়ে যাবে ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে, হয়তো একে অপরকে চিনতেই পারবে না।

সবকিছুতেই ঢুকে পড়বে আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা।

মাঝে-মধ্যে নিজেকেই প্রশ্ন করি, এই পৃথিবীটা এমন কেন?

কেন সৎ মানুষের কোনো মূল্য নেই?

কেন অসৎ মানুষেরা ভালো মানুষের মুখোশ পরে এই সমাজটাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে?

কেন সমাজের এলিট শ্রেণীর মানুষগুলো বুঝেও না-বোঝার ভান

## প্রবন্ধ

করে চুপ করে বসে থাকে?
তারা কি চাইলে এই অসৎদের রুখে দাঁড়াতে পারত না?
নাকি নিজের সম্মান রক্ষার অজুহাতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে যায়?
জানি না! সত্যিই জানি না, এসব প্রশ্নের উত্তর কোথায়?
ভাবি, আদৌ কি কোনো পরিবর্তন হবে?
কেউ কি কখনও এসব নিয়ে ভাববে?
একটু চেষ্টা করে দেখবে?
হয়তো কোন এক সময়ে কেউ একজন আসবে, যে সাহস করে এগিয়ে যাবে, বদলাতে চাইবে সমাজটাকে। তাকে হাজারো বাধার মুখোমুখি হতে হবে, তবুও যদি সে অটল থাকে, অবিচল থাকে, তবে হয়তো একদিন সফল হবে।
তবে সে দিন কত দূরে? কতকাল পরে?
কে জানে?
তবু হ্যাঁ! আশা রাখি।
আশা রাখি, কেউ একজন আসবে।

**লেখক:** শিক্ষার্থী, আইন ও বিচার বিভাগ,
মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট

## কবিতা ও ছড়া

### হেমন্ত

-আবুল বাশার শেখ

শেষ রাতে শীত শীত
পাতা ভেজা ভোর,
খালি পায়ে হেটে শুনি
পাখিদের সুর।

কাঁচা পাকা ধান মাঠে
বায়ু দোলা দেয়,
মায়াবী মুক্তো দানা
কাছে টেনে নেয়।

পূব গগনে রবির আলো
মিষ্টি লাগে বেশ,
হেমন্ত এসে নবরূপে
সাজায় বাংলাদেশ।

**লেখক:** কবি, সাংবাদিক, কলামিস্ট,
দপ্তরসম্পাদক, ভালুকা প্রেসক্লাব
ভালুকা, ময়মনসিংহ

কবিতা ও ছড়া

# হেমন্তের নেমন্তন্ন

- বাছিত ইবনে হাবীব

সদর্প হেমন্তের পূর্ণ পদপাতে
নবজাতকের মতো শীতের পদধ্বনি
ঝাঁঝালো রোদের দাপট কমেনি এখনও।

নিসর্গ ক্যালেন্ডারে ঝুলছে ফসলী হেমন্ত।
যেমন কর্ম তেমন ফলের মতো কর্তন হবে
অগনন হলুদ ধানের মেঠোসুখ জীবন।

ঘ্রাণেঘ্রাণে উৎফুল্ল হবে পল্লীবালার সংসার।
সদ্য বিবাহিতরা নবান্নের স্বাদ নিতে বাবার
বাড়ি; সদ্য বর বাহাদুর - নেমন্তন্ন পেয়ে শ্বশুর বাড়ির হাওয়ায়।

ছেলেমেয়ের কোলাহল মামার দেশে
পরীক্ষা শেষের আনন্দ উদযাপনে
একটা মায়ামায়া সু-স্নিগ্ধ সমাজ আবহ।

শরীক প্রতীকসহ নগরীর দেহে
মাঝেমাঝে বৃষ্টির ঘন রিমিঝিমি
সন্ধ্যায় দেখা যায় পিঠাপুলি মেলা
কি যে এক ভালো লাগা মৌমৌ খেলা।

বনের মর্মরে বাজে এত সুর সুধা।
চোখ খুলে দেখো তার শুভ ইংগিত
নিখুঁত হেমন্ত হাসে শীতের ছায়ায়।

যেন হেঁটে আসে ষড়ঋতু, ষড়রিপু যায়
নতুন নিসর্গ পোশাক মায়াবী বাংলায়।

**লেখক:** কবি, ও অধ্যাপক

কবিতা ও ছড়া

## শরৎরাণি

- ফেরারি মুসাফির

শরৎ এলো; শরৎরাণি
নীলের মাখামাখি
শুভ্রতার এক সুনীল আকাশ
হারায় যেথায় পাখি।

গাছ-গাছালি সবুজ শ্যামল
গভীর গহীন ছায়া
আমার দেশের এমন রূপটি
হৃদয় কাড়ে মায়া।

ভর পুকুরে মাছের খেলা
বিলের জলে হাস
কামকেলি আর খুনসুটিতে
কাটায় দিন ও মাস।

শীতল হাওয়া যায় বয়ে ঐ
সাদা শাপলা বিলে
শিশির নাচে দূর্বা ঘাসে
দোয়েল তালে মিলে!

আমার দেশের এমন চিত্র
আর কোথাও নাই
ভালোবাসি বুড়ির নিবাস
এই দেশটি ভাই।

**লেখক:** কবি, ও প্রাবন্ধিক

## হেমন্তকাল

-আহমদ আল মনজুর

শিশিরভেজা সকালবেলা
বার্তা দিল এনে
হেমন্তকাল আসছে দেখো
গাছের পাতা টেনে।

ধানের ক্ষেতে সোনালী রঙ
ধরছে দেখো ঐ
নদীর বুকে শান্ত ঢেউ
খবর রাখে কেউ?

কাস্তে হাতে কৃষক মাঠে
কাটবে সোনার ধান
নতুন চালের ভাতের গন্ধে
আনবে খুশির বান।

**লেখক:** কবি, ও শিক্ষক

# কবিতা ও ছড়া

## হেমন্তগীত

-ওয়াহিদ ওয়াসেক

শাদা শাদা কুয়াশারা, পাখিদের ঝাঁক–
উড়ে যায় কোনখানে? রৌদ্রের বাঁক!
ছোট ছোট শিমফুলে নাচে প্রজাপতি
সূর্যের তেজ নেই– ঘুমঘুম গতি!
চিকচিক, সোনারঙ ধান মাঠে-মাঠে
কৃষকেরা এই ধান অঘ্রানে কাটে!
উঁচু উঁচু জমিজুড়ে ফরাসের বন–
আলু আর মুলা ক্ষেতে কৃষাণীর মন!
ধান কাটা শেষ হলে, শিশুদের দল–
কেউ খেলে ক্রিকেট কেউ ফুটবল!
রাত হলে চুপচুপ এসে যায় শীত
এই ছড়া, ছড়া নয়– হেমন্তগীত!

**লেখক:** বিশিষ্ট ছড়াকার

## হেমন্ত

-লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল

হেমন্তে শিশির ভেজা সকাল
সূর্যের আলো ঝিলমিল করে,
শেষ রাতে কুয়াশা পড়ে
শীতের আমেজ ভোরের বাতাসে।

শরতের শেষে হেমন্ত আসে
কাঁচা-পাকা ধান আনন্দে হাসে,
অবনত বঙ্গ বধুর বেশে
নবান্ন তোলে হেসে হেসে।

বিকেলে পাখিরা সব কলরব করে
সন্ধ্যায় তারা ঘরে ফেরে,
ঝিঁঝিঁ পোকা গান করে
পল্লী বাংলা বুক চিরে,
হেমন্তে আনন্দ নদীর তীরে
অপরূপ সৌন্দর্য বহন করে।

**লেখক:** বিশিষ্ট কবি

স্মৃতিকথা

# এক হেমন্তের কুয়াশাভেজা অসমাপ্ত প্রেম – একটি স্মৃতিকথা

-সাইফুর রহমান মাছুম

আজও হেমন্ত এলে আমার বুকের ভেতর এক অদ্ভুত শিহরণ জেগে ওঠে। কুয়াশায় ঢেকে যাওয়া সকালের আলো যেন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই বহুদিন আগের ভোরে, যেদিন প্রথম তাকে দেখেছিলাম। আমি তখন স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, হাতে ছিল কিছু অসমাপ্ত স্বপ্ন আর মনে ছিল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। কিন্তু জীবনের পরিকল্পনায় সে ছিল না–তবুও সে এলো, এক রৌদ্রময় হেমন্তের সকালে, যেন হঠাৎ আলো ফেটে পড়ল মেঘভেজা আকাশে।

সেদিন আমি ক্যাম্পাসের শিশিরভেজা সবুজ ঘাসের উপর বসে চিরাচরিত এক কাপ রং-চা হাতে কুয়াশার ভেতর থেকে সূর্যোদয় দেখছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কানে ভেসে এলো এক মৃদুস্বরী হাসি–স্বচ্ছ, মিষ্টি, আর প্রাণবন্ত। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, হাতে বই ধরা সামিয়া! কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে বাঙালি মুসলিম তরুণীদের চিরাচরিত কালো বোরকা আর সাদা হিজাব, চোখে হালকা কাজল, মুখে সহজ সরল হাসি। মুহূর্তেই বুঝলাম, আমার জীবনের সব যুক্তি, সব নিয়ম যেন এক নিঃশ্বাসে হার মানলো তার সেই হাসির কাছে। ক্যাম্পাসের বাকি তিনটা বছরেই আমাদের জন্য হেমন্ত মানেই গভীর রাত পর্যন্ত খোলা আকাশের নিচে শিশির ভেজা ঘাসের উপর রং-চা হাতে বসে আকাশের তাঁরাদের সাক্ষী বানিয়ে হাজারো স্বপ্ন আর অলিক কল্পনায় ডুবে যাওয়ার গল্প।

কেটেছে দিন, গড়িয়েছে ৩ টি হেমন্ত। আমরা একসাথে অনেকটা সময় কাটাতাম–ক্যাম্পাসের লাইব্রেরির নিরব কোণে, বিকেলের কফিশপে, কিংবা হেমন্তের হালকা ঠান্ডায় ছাতার নিচে হাঁটতে হাঁটতে। একদিন সে বলেছিল, “জানো, তোমার চোখে একধরনের শান্তি আছে, যেখানে আমি হারিয়ে যেতে চাই।” আমি তখন চুপ করেছিলাম, শুধু মনে মনে বলেছিলাম, “তুমি যদি জানতে, আমি তো ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছি তোমার মাঝেই।”

হাজারো গল্প আর স্মৃতির সাঁকো পাড়ি দিয়ে ক্যাম্পাস আমাকে জোর-পূর্বক বিদায়ের মুখোমুখি করলো। অর্থাৎ মাস্টার্সের সমাপনী ক্লাস টাও শেষ। চিরচেনা ক্যাম্পাস আর তার সাথে সামিয়া দুইয়ের মিশেলে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল সেদিন।

আমি ক্যাম্পাস ছাড়লেও সামিয়া তখনো ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। আমার নতুন ঠিকানা শহরের অন্য প্রান্তে আর সামিয়া ক্যাম্পাসঘেষা ভবনে। নানা প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে সামিয়া নিয়মিত আমার বিকালের কফির কাপের সঙ্গী হতো, প্রতিটি নির্জন নিস্তব্ধ রাতে আমরা বাতাসের বার্তা বাহকের সাহায্যে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্পে বিভোর থেকেছি। কিন্তু সব গল্পের মতো আমাদের গল্পেরও এক অপ্রত্যাশিত মোড় ছিল। আমাদেরকে পথচলার শুরুটা হয়েছিল এক হেমন্তের কুয়াশাভেজা ভোরে। এমনই এক হেমন্তের নির্জন নিস্তব্ধ রাতে যান্ত্রিক কথার বাক্সে সে জানাল–তার পরিবার তাকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তখন সে শিক্ষাজীবন শেষ করে মাত্র একটি বেসরকারি কলেজের প্রভাষক। অন্যদিকে আমিও আরেকটি বেসরকারি কলেজের তরুণ প্রভাষক। আমি কিছু বলতে পারিনি, শুধু দেখেছিলাম কুয়াশায় আচ্ছন্ন আকাশের তাঁরাদের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া তার অবয়ব। সেইদিন প্রথমবার নিজের চোখের জল দেখেছিলাম।

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। এখনো যখন হেমন্ত আসে, আমি একা বসে থাকি সেই কুয়াশা ভেজা নির্জন নিস্তব্ধ রাতের খোলা আকাশের নিচে শিশির ভেজা ঘাসে। সকালের সূর্যের আলোয় কুয়াশা গলে যেতে থাকে, আর আমি অনুভব করি–সে বুঝি ঠিক পাশেই আছে, মৃদু হেসে বলছে, "এই হেমন্তের মতোই তো আমাদের প্রেম–নিরব, কোমল, অথচ চিরস্থায়ী।"

তারপর আমি চোখ বন্ধ করি, বাতাসে তার গন্ধ খুঁজি, আর বুঝে যাই–কিছু ভালোবাসা কখনও শেষ হয় না, তারা শুধু স্মৃতির আকাশে স্থায়ী হয়ে যায়, নরম আলো হয়ে।

**লেখক:** ভাইস প্রিন্সিপাল,
ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট স্কুল (স্কুল এন্ড কলেজ), সিলেট

স্মৃতিকথা

# হেমন্তের স্মৃতিচারণ

নুর-ই-লুন

দিনটা ছিল শুক্রবার। শুক্রবার মানেই আমার কাছে বিশ্রামের প্রতীক, না আছে কোনো ক্লাসের দুশ্চিন্তা, না আছে ভার্সিটিতে ছুটে চলার তাড়া। যেন একটুখানি শান্তির নিশ্বাস ফেলার দিন। কিন্তু সে শান্তি বেশি সময় টিকলো না। মায়ের কণ্ঠ যেন ভোরের এলার্মের মতো গর্জে উঠলো,, "ঘরটা এমন অগোছালো কেন? একটু মানুষ মতো সাজিয়ে রাখো না!" আমি অসহায় মুখে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেলাম। আলমারির দরজা খুলতেই চোখ পড়লো এক পুরোনো কলাপাতা রঙের শাড়িতে। মুহূর্তেই মন ছুটে গেল অতীতে।

সেই সময়টা ৩০ নভেম্বর ২০২০, বাংলা ক্যালেন্ডারে ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৭। হেমন্তের কোমল পরশে প্রকৃতি তখন অন্য এক রূপে সেজেছিল। ভোরের কুয়াশা যেন সাদা ওড়না পরে ঘুম জড়ানো পৃথিবীকে আদর করছে। শিশিরবিন্দু ঘাসের ডগায় নাচছে, যেন অচেনা কেউ পা রাখলেই টুং করে শব্দ হবে। গাছগুলো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, পাতারা ঝরে গিয়ে শূন্য ডালপালায় যেন সময়ের দাগ এঁকে দিয়েছে। শিউলি আর কামিনীর গন্ধে ভরে উঠেছিল চারদিক সেই সুবাসে যেন পৃথিবীও নির্দোষ হয়ে উঠেছিল একটুখানি। সেদিন আমি গিয়েছিলাম মামাবাড়ি, হেমন্তের সেই সৌন্দর্য ছুঁয়ে দেখতে। মামাতো বোনের দেওয়া কলাপাতা রঙের শাড়িটা পরে গিয়েছিলাম গ্রাম্য মেলায়। গ্রামের মাঠের মাঝখানে সাজানো ছিল রঙিন প্যান্ডেল, খেজুর রস, পাটালি, নতুন চালের পিঠা, আর মাটির খেলনা। শিশুরা খেলে বেড়াচ্ছে, কেউ দোলনায়, কেউ বায়স্কোপে চোখ লাগিয়ে বিস্ময়ে হারিয়ে গেছে। বড়রা কেউ ব্যস্ত গল্পে, কেউ দরাদরিতে। চারদিকজুড়ে যেন উৎসবের আমেজ হাসির শব্দে মিশে আছে ধূপের গন্ধ আর নতুন ধানের মিষ্টি সুবাস।

মেলায় ছিলো হরেক রকমের পিঠা ভাপা, চিতই, পাকন, দুধ-চিড়া আর পাটিসাপটা। গ্রামের নারীরা দল বেঁধে পিঠা বানাচ্ছে, কেউ আগুনে উনুন ধরাচ্ছে, কেউ চুলোয় রাঁধছে। মুখে তাদের পরিশ্রমের ঘাম, তবু চোখে আনন্দের দীপ্তি। মামা হেসে বলেছিলেন, "এই তো হেমন্ত! এই সময়েই আমরা নতুন ধান ঘরে তুলি, আর তা দিয়েই পিঠা বানাই যেন কৃতজ্ঞতার উৎসব।"

আমি এক টুকরো ভাপা পিঠা হাতে নিয়ে সূর্যের আলোয় তাকিয়ে ছিলাম। কুয়াশার পর্দা সরিয়ে সূর্য তখন ধীরে ধীরে সোনালি আভা ছড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল, পৃথিবী যেন এক অপূর্ব ছবির ক্যানভাস।

আমি অবাক হয়েছিলাম গ্রাম বাংলার এমন সৌন্দর্য দেখে। হয়তো তাই কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন,
"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।"
সত্যিই, সেই দিনের গ্রাম্য সৌন্দর্য যেন কবিতার চেয়েও মায়াময়।
আজ সেই শাড়িটা হাতে নিয়ে মনে হলো সময় যেন চোখের পলকে হারিয়ে যায়। হেমন্তের এমন সৌন্দর্য যে গ্রাম বাংলায় কতটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা এই কৃত্রিম ইট-পাথরের নগরীতে বুঝা বড়ো দায়।

**লেখক:** শিক্ষার্থী, আইন ও বিচার বিভাগ,
মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট

## হেমন্তের নরম রোদে পুরনো স্মৃতির আল্পনা

-সুলতান মিয়া

রোদটা আজ বড় স্নিগ্ধ, অনেকটা যেন বহু পুরোনো ভাঁজে যত্নে রাখা মসলিনের মতো হেমন্তের রোদ। শহরের কোলাহল ছাপিয়ে এই নির্জন ছাদটায়, শুকোতে দেওয়া পাতাগুলো নরম আলোয় যেন এক মায়াবী রঙ ধারণ করেছে। বহু বছর পর এই শহরে পা রাখল মায়াবিনী। সেই অতি পরিচিত বাড়ি, যার প্রতিটি ইটে, প্রতিটি কোণে এখনো নিশ্বাস নেয় তার ফেলে আসা দিনগুলি।
ধীর পায়ে গেট পেরিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। দৃষ্টি আটকে গেল সেই প্রাচীন কাঁঠাল গাছটায়। এই গাছটা শুধু একটি বৃক্ষ নয়, এটি যেন ছিল তাদের গোপন স্বপ্নিল জগৎ। একসময় এই শীতল ছায়ায় বসে আদিলের সঙ্গে কত হাসি, কত গভীর আলোচনা, কত ভবিষ্যতের নকশা বুনেছিল সে!
একদিন, হেমন্তের ঠিক এইরকমই এক আবছা বিকেলে, আদিল বলেছিল: "সময় কি সত্যিই হারায়, মায়াবিনী? আমার মনে হয় না। সময় শুধু তার গন্ধ বদলে ফেলে—নতুন রূপে ফেরে।"
সেই বয়সে এই দার্শনিক কথার গভীরতা ছুঁতে পারেনি সে। আজ, এই হেমন্তের মধ্যাহ্নে, বাতাসে ভেসে আসা শুকনো পাতার মৃদু, মাদকতাভরা গন্ধে সেই কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ যেন হাহাকার

## স্মৃতিকথা

হয়ে তার বুকের গভীরে ঢেউ তুলল। বাড়িটা এখন অন্য মানুষের দখলে, উঠোন জুড়ে অপরিচিত মানুষের কলকাকলি। তবুও, একটা অদৃশ্য সৌরভ যেন প্রতিটি ধূলিকণায় লেগে আছে–অতীতের, তাদের একান্ত নিজস্ব সময়ের।

মায়াবিনী কাঁঠাল গাছটার রুক্ষ কাণ্ডে আলতো করে হাত রাখল। শুকনো পাতাগুলো যেন ফিসফিস করে উঠল, এক গভীর নীরব উচ্চারণে: "ভালোবাসা কখনো মরে না, মায়াবিনী, কেবল সময়ের গন্ধ মেখে সে কেবল তার রূপ বদলায়–এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে।"

**লেখক:** শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
এ কে এম রহমতউল্লাহ কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা

## চিঠি

### আগন্তুক

-নুসরাতুল ফেরদৌস এ্যানি

এখন শহরের বুকে হেমন্তের উত্তর-পশ্চিমী বায়ু তোমার কাছে কি বার্তা দেয়? আমার নামে হাজারটা নালিশ পৌঁছাতে পারে তোমার বন্ধ প্রাচীরের ওপাশে? যে প্রাচীর তোমার আমার দূরত্ব বাড়ায় শতকোটি আলোকবর্ষ!

আজকাল আমার ভাবুক মনের প্রবৃত্তি হয় না গোঁজামিল সংসারের দায়িত্বগুলোতে। তোমাকে হাজির করে একটা পরিবার সৃষ্টি করার আর কোনো স্বাদ হয় না। কোথায় একবার দেখেছিলাম খুব নব কোনো লেখকের লেখা হয়তো "একাকিত্বে যে একবার মজে যায়, তার আত্মা বিছিন্ন হয়ে পড়ে সব রকম কর্তব্য থেকে।" আমার মতিগতি যেন তেমন। আত্মার বিছিন্নতার অসুখ আমাকে কাবু করতে আরম্ভ করেছে। আজকাল খুব সকাল করে একটা টিউশন পড়াতে যাই। আবার সন্ধ্যায় আরেকটা। আমার সাথে নিয়ম করে উভয় সময় বৃষ্টির মত, মৃদু বাতাসের দোলায় ঝড়ে পড়ে প্রাণহীন হলুদ পত্ররাশি। পথের দু'ধারে ফুটপাত জুড়ে পড়ে থাকা পাতা দেখে তোমার মনে হয় না আমরাও হঠাৎ পৃথিবীতে ঝড়ে পড়ি? সবুজ থেকে শুষ্ক হয়ে হলুদ বর্ণের এই যাত্রাটাতে আমরা জীবনের যে শৈল্পিকতা সৃষ্টি করি তার সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ ঘটে একাকিত্বে।

একটা মানুষ, একটা রক্তে মাংসে গড়া নবজাতক প্রাণ যখন প্রথম চোখ মেলে গর্ভের আনন্দ ত্যাগ করে, তখনও সে জানে না কি অকল্পনীয় গতিতে তাকে ছুটতে হবে বেঁচে থাকার তাগিদে। ভেবে দেখো? তুমি আমি যারা এক তাদেরও নিজেদের পেতে হবে ভীষণ যোগ্যতার লড়াই করে। তোমাকে নিজের করে পেতে আমাকে ভাঙতে হবে হাজারটা প্রতিরোধ। তারপর আমি যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে কিছু পাবো আমার আর ইচ্ছে হবে না তাকে খতিয়ে দেখার। ভেবে দেখো? আমরা কতটা অসহায় কতটা নিরানন্দ আড্ডায় মজে আছি। এমন তাসের ঘরের সংসার হবে? আমি জীবনের এই অল্প দিনেই অনেক কিছু দেখে ফেলেছি। দেখেছি মানুষের চিত্ত হারিয়ে যান্ত্রিক হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত। আন্তরিকতার চরম মৃত্যু। এখন পথে ঘাটে ভয় হয়। ভয় হয় আচমকা কোনো আক্রমণে একটা জীবিত প্রাণীও সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। সবাই ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে। এই যে প্রতিযোগিতা। জেতার জেদ এই সব অহেতুক কর্মকান্ড মেরে ফেলেছে সবগুলো অনুভূতি-প্রাণ। এখন তাই শহরজুড়ে কেবল সারি সারি ইউক্যালিপটাস গাছ। এত গাছের ভিড়ে আমার তোমাকে পেতে ইচ্ছে হয় না।

আমার ইচ্ছে হয় না সুউচ্চ প্রাচীর পেড়িয়ে তোমাকে ছুঁতে। তুমি আমার প্রিয় উপন্যাস হয়ে বেঁচে থাকো চুপটি করে আমি অবসরে পড়ে দেখবো বারংবার। তাও তুমি এসো না।

ইতি,

একটি শিউলি গাছ।

**লেখক:** শিক্ষার্থী, আইন ও বিচার বিভাগ, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট

নিবন্ধ

# প্রাচীন বাংলার হেমন্ত কথা

-ইব্রাহীম বোরান

মধ্যযুগে বাংলায় বছর শুরু হতো হেমন্ত ঋতু দিয়ে। কেননা, ধান উৎপাদনের ঋতু হলো এই হেমন্ত। অগ্রহায়ণ শব্দটির 'অগ্র' ও 'হায়ণ' এ দুটো অংশের অর্থ যথাক্রমে ধান ও কাটার মৌসুম। সম্ভবত এ কারণেই মোগল সম্রাট আকবর অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের প্রথম মাস বা খাজনা আদায়ের মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বর্ষায় রোপণ করা আমন ধান এবং দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বোনা আউশ ধান শরতে বেড়ে ওঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে ধান পরিপুষ্ট হয় আর অগ্রহায়ণের প্রথমার্ধেই ধান কাটা শুরু হয়ে যায়। কাস্তে হাতে কৃষাণ-কৃষাণী ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফসল ঘরে তোলার জন্য। আর নতুন ফসল ঘরে তুলতে পেরে কৃষকের মুখে হাসির ঝিলিক দেখা যায়। এ সময় গ্রামবাংলার ঘরে-ঘরে আবহমান বাংলার শস্যভিত্তিক লোকউৎসব নবান্নের আমেজ লেগে থাকে। হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই নবান্ন উৎসবের সূচনা হয়। নব অর্থ নতুন আর অন্ন অর্থ ভাত। অর্থাৎ হেমন্তকালীন নতুন ধান কাটার পর নতুন চালের পিঠা-পুলি-পায়েস প্রভৃতি খাওয়ার উৎসব বা পার্বণবিশেষ যা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মহোৎসব, পল্লী গাঁয়ের লোকেদের প্রাণের উৎসব। বাংলাদেশসহ দুই বাংলাতেই প্রতি বছরই নবান্ন এলে গ্রামে-গঞ্জে মেলা বসে। এসব মেলায় নানা ধরনের খেলনা, মিষ্টান্ন, গৃহস্থালি পণ্যসামগ্রীসহ নানা জিনিসের সমাহার ঘটে। তা ছাড়া ঐতিহ্যবাহী দেশীয় নৃত্য, গান-বাজনা, খেলাধুলাসহ আবহমান বাংলার লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উদযাপন হত।

**লেখক:** প্রাবন্ধিক


## লেখা আহবান

অনলাইন সাময়িকী সাহিত্য বৈচিত্ত্যের প্রকাশিতব্য **"শীত সংখ্যায়"** লেখা আহবান করা যাচ্ছে। উক্ত সংখ্যায় আপনার লিখিত ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক আগামী ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

**লেখা পাঠান:**
masikbaicittya20@gmail.com
+8801755867468 (Whatsapp)
সাহিত্য বৈচিত্ত্য fb/Messenger

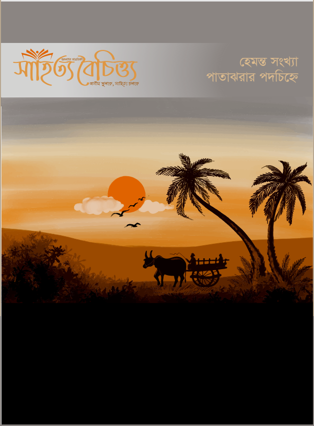


+8801540-101565 +8801755-867468
www.sahittabaicitta.com sbaicittabd
sahityabaicittabd20 sahityabaicittabd20